সাতদিন

২৬ জুলাই : তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দল বিপরীত অবস্থানে অনড়।

২৭ জুলাই : প্রতি মার্কিন ডলারের দাম বেড়ে দাঁড়ালো ৬৩.৭০ টাকা। ক্ষুদ্র ৩৮টি দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক।

২৮ জুলাই : ঝিন্টুর ফাঁসির দন্ডাদেশ মওকুফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীদের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ।

২৯ জুলাই : লন্ডনে পাতালরেলে হামলাকারীদের পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে ১৬টি বোমা উদ্ধার।

৩০ জুলাই : নির্ধারিত দিনে বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো না।

লালমনিরহাটের আকাশে ভারতীয় জঙ্গি বিমান। বিডিআর এর প্রতিবাদ।

৩১ জুলাই : খুলনায় জাসাস সম্মেলন সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ২৫ জন।

১ আগস্ট : শিল্পপতি আলম হত্যা মামলার রায়ে দুই জামাইসহ ১১ জনের ফাঁসি।

নির্বাচন কমিশনারের তামাশা

হাস্যকর এক নাটক যেন মঞ্চস্থ হয়ে গেলো নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে। নির্বাচন কমিশনে ভোটার তালিকা নিয়ে সংলাপের জন্য আমন্ত্রিত নামসর্বস্ব দলগুলোর সঙ্গে তিন দিনের সংলাপ অনুষ্ঠান রীতিমতো হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

তিনদিনের সংলাপ অনুষ্ঠানে অর্থবহ ফলাফল অর্জিত হয়নি।

আওয়ামী লীগ অংশ না নিলেও 'সংলাপ অর্থবহ হবে' মন্তব্য করে প্রত্যক্ষভাবে সরকারি দলের পক্ষে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। প্রথম দিনে নাম সর্বস্ব প্যাডহীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বন্ধু সুলভ অতি আন্তরিক হতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তামাশার খোঁয়াড়ে পরিণত করেছে

আমন্ত্রণে আসা বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচন কমিশনকে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

'ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সংলাপ' শেষ পর্যন্ত 'কমিশন সংস্কার' সংলাপে রূপ নেয়। প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ ছিল বর্তমান সিইসি সরকার কর্তৃক মনোনীত এজেন্ট। সিইসি বিচারপতি এমএ আজিজ তার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে নিজের নিরপেক্ষতা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাংবাদিকদের কাছে আওয়ামী লীগ অংশ না নিলেও 'সংলাপ অর্থবহ হবে' মন্তব্য করে প্রত্যক্ষভাবে সরকারি দলের পক্ষে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। প্রথম দিনে নাম সর্বস্ব প্যাডহীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বন্ধু সুলভ অতি আন্তরিক হতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তামাশার খোঁয়াড়ে পরিণত করেছে। দ্বিতীয় দিন আওয়ামী লীগ, জাসদ, গণফোরাম, ১১ দল, বিকল্প ধারাসহ আন্দোলনরত বিরোধী দল সংলাপ বর্জন করে। তৃতীয় দিনে চার দলীয় ঐক্যজোটের নেতারা অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থবহ করার চেষ্টা করলেও আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমন্ত্রিত ১১৭টি দলের মধ্যে ৫২টি দল হাজির হলেও বিএনপি, জামায়াত, জাপা (এরশাদ) বাদবাকি সকল দলের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সিইসি সংলাপের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে দাবি করেছে। বিরোধী দলের মতে সিইসি বিচারপতি এমএ আজিজ সংলাপের নামে তামাশার নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

KwUb : **gvi"d**

সংশোধনী

রেকডিং জনিত সমস্যার কারণে গত সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি বক্তব্য এসেছিল এমন, 'এরশাদ সরকার ব্যাংকের অনুমতি দেয়ার জন্য অনেক কিছু করেছেন।' আসলে ড. ইউনূসের বক্তব্য হবে এ রকম, 'এরশাদ সরকার শুধু অনুমতি দেয়নি, গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য একটি আইন তৈরি করে দিয়েছে। আমাদের অনুরোধে এরশাদ সরকার সেই অধ্যাদেশে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী এনে এটাকে সদস্যদের মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছে। সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের বিধান সংশোধন করে পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের বিধান করে দিয়েছে। এই আইন এবং সংশোধনীগুলোই গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য অর্জনের ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছিল।'

এছাড়া প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে ২৩ নং পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো পড়া যায়নি। পাঠকের সুবিধার্থে সেই প্রশ্ন এবং উত্তর আবার ছাপানো হলো।

২০০০ : অর্থনীতিবিদদের একটা অংশ যারা সমালোচনা করেন, তারা কিন্তু খুব জোর দিয়েই বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার বেশি। তাদের এই সমালোচনার জবাব কী?

ড. ইউনূস : আমি এ প্রশ্নের জবাব দিই এভাবে, মুখে অনেক কথা বলা যায়। আমাকে করে দেখাতে হবে। এটা তো একটা বাজার। আমি তো একচ্ছত্র অধিপতি না। এইসব ওয়াজ না করে, আপনি করে ফেলেন। আপনি যদি প্রফেসর হন তাতে কোনো সমস্যা নাই। আমিও প্রফেসর ছিলাম। কাজেই এ ব্যবসা করতে লজ্জা হওয়ার কথা নয়। ২০ শতাংশের জায়গায় ১০ শতাংশ সুদ নিয়ে যদি পারেন করে দেখান। আমি বাহাবা দেবো। সালাম দেব। সমালোচনা নয়, কাজ করে দেখিয়ে তারপর বলতে হবে, সুদের হার কমিয়ে ভালো কিছু করেছি। ডাঙায় দাঁড়িয়ে, পানি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সাঁতার কিভাবে কাটতে হয় সেটা বলার কোনো অর্থ হয় না। পানিতে নামেন, সাঁতার কাটেন তখন দেখা যাবে। বড় আকারে না পারেন ছোট আকারে করেন। আর যদি না করেন তবে বলতে হয় গলাবাজি করবেন না। ফাইন্যান্স মিনিস্টারও বলেন সুদ কমানোর কথা। আসলে বলতে হয় বলেই বলেন। এসব কথার কোনো অর্থ হয় না।

২০০০ : বলা হয় দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করা উদ্দেশ্য নয়, দরিদ্রদের আরো ঋণগ্রস্ত করাই লক্ষ্য।

ড. ইউনূস : এই লক্ষ্যের লাভটা কী? তাতে আমাদের সন্তুষ্টিটা কী? একটা লোককে গরিব করে রাখলাম, ঋণগ্রস্ত করে রাখলাম

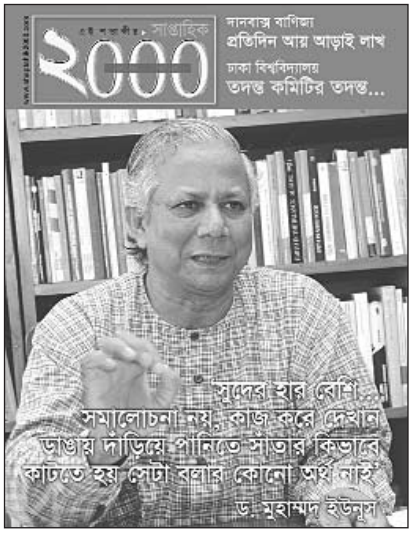

এতে আমার-আপনার কী লাভ হবে? অন্য ব্যবসা করে কি আমাদের রোজগার কম হতো বলে মনে করেন? আসলে ওগুলো অযৌক্তিক কথা। এই যে এতক্ষণ বললাম, দারিদ্র্যমুক্ত হচ্ছে, গরিবের ছেলে শিক্ষিত হচ্ছে, সম্পদ বাড়ছে। এগুলো এলো কোথা থেকে? তাহলে প্রমাণ করেন এসব মিথ্যা। সেটাও তো পারবেন না।

২০০০: বড় একটা দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনো আপনাদের আয়ত্বে আসেনি, তারা সুবিধা বঞ্চিত..

ড. ইউনূস : এই কথাটা ভুল। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ এত সম্প্রসারিত যে, বলা যায় ৮০/৯০ ভাগ দরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় এসেছে। এতে হয়তো সবাই বড়লোক হয়নি। তবে দৈনন্দিন জীবন সহজ হয়েছে। আমাদের এটাই সান্ত্বনা। আগে একবেলা খেলে এখন দুবেলা খায়। আগে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতো না। এখন পাঠায়। আমাদের এটাই সান্ত্বনা। সরকার তো বহু টাকা দারিদ্র্য বিমোচনে খরচ করছে। সফলতা আমাদের কি বেশি নয়? সরকার তো টাকা ফেরত পায় না। আমরা ফেরত দিয়ে আসি।

২০০০ : ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে একটা বিষয় আছে। বলা হয় টাকা ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনারা গলায় পাড়া দিয়ে টাকা নিয়ে আসেন। দেখা যায় ঋণগ্রহীতার সুদের টাকা ফেরত দিতে ভিটেমাটি পর্যন্ত হারাতে হয়।

ড. ইউনূস : এইসব বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে আসেনি। উনাদের দৃষ্টিতে পড়তে পারে। উনারা হয়তো ঘরে বসে এসব চিন্তা করছেন। গরিবরা আমাদের অফিসে এসে টাকা নিয়ে যায় কিংবা ফেরত দিতে আসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় সময় একা একা ঋণগ্রহীতাদের বাড়ি যায়। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যায় না। আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখলেই গ্রামের লোকেরা সালাম দেয়। যদি তারা গলায় পাড়া দিয়ে টাকা নিয়েই যায়, তবে বাংলাদেশ কি এমন হয়েছে যে যখন যা ইচ্ছে করবেন কেউ কিছু বলবে না? ঋণ গ্রহীতার স্বামী আছে, পাড়া-প্রতিবেশী আছে, সমাজ আছে, কেউ কি কিছুই বলবে না? আর এই প্রক্রিয়ার ব্যাপার তো একদিনের না। বছরের পর বছর চলছে।

অবশ্য আমাদের যে সবাই ভালোবাসে তা নয়। মওলানারা অপছন্দ করে, মহজনীরা আমাদের অপছন্দ করে। আগে যাদের বাসায় ওই গরিব মহিলারা কাজ করত এখন করে না। তারা আমাদের বিরোধিতা করে। যদি আমাদের ব্যবস্থা লোকজন পছন্দ না করতো তবে এক্সপ্লর করতো। মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিতো। তা তো হয়নি। আমরা যদি গায়ে হাত দিতাম, বিশেষ করে মেয়েদের গায়ে, লোকজন আমাদের ছেড়ে দিতো? গরিব মেয়ের ওপর নির্যাতন কেউ মানতো না। সমালোচকরা যা বলছে তা নিতান্তই মনগড়া। ঘরে বসে বসে বানায়। এটা বানালে সুন্দর লাগে। মাঝেমধ্যে দু-একটা খবর আমরা এমন দেখি, এনজিও থেকে নেয়া ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে গলায় ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন। এরকম সংবাদ পত্রিকায় এলে আমরা খোঁজ নেই। ঘটনা খুঁজতে গিয়ে দেখি পত্রিকায় আসা মহিলা তো দূরের কথা, গ্রামটাই খুঁজে পাই না। আবার দেখা যায় কোনো মহিলা আত্মহত্যা করেছে পারিবারিক কলহের কারণে। সে কখনো গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যই হয়নি। এখন কোনো মহিলা ফাঁসি নিলেই যদি এমন কথা বলা হয়, তবে বলার কী আছে! আমাদের গ্রামবাংলার মহিলারা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করেছে, দেখা গেলো সে কোনো এনজিওর সদস্য। তাহলে কি বলব, ঋণ শোধ করতে না পারায় আত্মহত্যা করেছে?

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্রমিতালীতে ইচ্ছুক ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং- ৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

এই পোড়া শহরে আমার সব স্বপ্নগুলো পুড়েছে একে একে, আমার আছে এখন সাদাকালো দিন আর অজানা ভবিষ্যৎ। তাই ব্যস্ততম ছিন্ন-ভিন্ন এভিনিউর মোড়ে দিনের অসম্ভব চিৎকারে চতুর ব্যবসায়ীর মতো বিকিয়ে দেব আমার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্টগুলো- যে এইসব ভালোবাসে তার কাছে। ২০ উর্ধ্ব কোনো রমণীর প্রতি বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইলো। - বিজ্ঞাপনদাতা, বক্স নং- ৩৪৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল- dbcl2000@yahoo.com.

গোড়ান

চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি ম্যাক্সি মালিকরা

গাড়ি ভাড়ায় চালিয়ে সংসার চালান আব্দুস সাত্তার। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় খরচ চলে গাড়ির প্রতিদিনের আয়ের ওপর। একদিন গাড়ি বন্ধ থাকলে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হয় সাত্তারকে। অথচ চাহিদামতো চাঁদা না দেয়ায় রোডে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে চাঁদাবাজরা।

শুধু আব্দুস সাত্তার নয়, রাজধানীর গোড়ান ম্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে গোড়ান-সিপাহীবাগ-গুলিস্তান এবং মাদারটেক-বাসাবো-গুলিস্তান রোডে চলাচলকারী ৫৫টি ম্যাক্সি গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে চাঁদাবাজদের নির্দেশে।

একদিন বন্ধ থাকার পর যদিও আপাতত নিরসন হয়েছে, তবে আবারো গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে চাঁদাবাজরা এমন আশঙ্কা মালিকদের। চাঁদাবাজরা ম্যাক্সি মালিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে চাহিদামতো চাঁদা না দিলে গাড়ি চালাতে দিবে না। মালিকরা চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। আর ম্যাক্সি সার্ভিস মাঝে মধ্যে বন্ধ হওয়ায় গোড়ান, বাসাবো, সিপাহীবাগ, শাহজাহানপুর, মাদারটেক, খিলগাঁও এলাকার কয়েক হাজার মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

চাঁদাবাজির এ চিত্র কেবল গোড়ানের নয়। রাজধানী জুড়ে পরিবহন সেক্টরে চলছে অপ্রতিরোধ চাঁদাবাজি। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নামে বেপরোয়া চাঁদাবাজি চললেও প্রশাসন নির্বিকার। রাজধানীর প্রায় সব ক'টি রোডে চাঁদাবাজির কারণে মালিকরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। চাঁদার ভাগ প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছায় চাঁদাবাজরা নির্বিঘ্নে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গোড়ানে যে ভাবে চাঁদাবাজি হচ্ছে

রাজধানীর গোড়ান স্ট্যান্ড থেকে গোড়ান-সিপাহীবাগ-গুলিস্তান এবং মাদারটেক-বাসাবো-গুলিস্তান রোড়ে একসময় চলাচল করতো টু-স্টোর ও থ্রি হুইলার। তখন থেকে এখানে চাঁদাবাজি চলছে। পরিবহন শ্রমিকদের সংগঠন 'ঢাকা জেলা হালকা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়নের' নামে চাঁদাবাজি শুরু হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গ্রুপও গাড়ি থেকে নিয়মিত চাঁদা ওঠাতো। বছর তিন আগে সরকার টু স্টোক ও থ্রি হুইলার উঠিয়ে দিলে এসব গাড়ির মালিকরা ব্যাংক লোনের মাধ্যমে নাভানা ম্যাক্সি ক্রয় করে রাস্তায় নামান। এই গাড়ি নামানোর পর চাঁদাবাজরা আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আবারো শুরু করে চাঁদাবাজি। এবার চাঁদার পরিমাণ বেড়ে যায়। ম্যাক্সি মালিকরা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের সংগঠন ঢাকা জেলা হালকা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন গোড়ান শাখার নামে চাঁদাবাজ শ্রমিকরা প্রতি গাড়ি থেকে প্রতিদিন ১৩০ টাকা করে চাঁদা উঠাতে শুরু করে। এ হিসাবে মাসে প্রায় সোয়া দুই লাখ টাকা চাঁদা আদায় করতো শ্রমিক নামধারী চাঁদাবাজরা। বছরে আদায় হতে থাকে প্রায় ২৭ লাখ টাকা। এমন বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে ম্যাক্সি মালিকরা একাধিকবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

ম্যাক্সি মালিকদের সংগঠন গোড়ান, সিপাহীবাগ, মাদারটেক টু গুলিস্তান ম্যাক্সি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ নূর আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, শ্রমিক নামধারী চাঁদাবাজরা গত তিন বছর ধরে তাদের কাছে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছে। প্রতিদিন ১৩০ টাকা হারে প্রতি গাড়ি থেকে খিলগাঁও রেল গেইট এবং গুলিস্তানে এ চাঁদা আদায় করা হয়। তিনি ২০০০কে আরো বলেন, চাঁদাবাজি বন্ধে মালিকদের পক্ষ থেকে স্থানীয় সাংসদ ও পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাসের সঙ্গে দেখা করেন। মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করলে কিছুদিন চাঁদাবাজি বন্ধ থাকে কিন্তু চাঁদাবাজরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শেখ নূর আহমেদ আরো বলেন, শ্রমিক নামধারী চাঁদাবাজরা চাঁদার জন্য বিভিন্ন সময় ম্যাক্সি মালিকদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। একই কথা জানিয়েছেন ম্যাক্সি মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ শাহজাহান বাবুল, কার্যকরি সভাপতি চৌধুরী কামাল উদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, পরিবহন শ্রমিকদের ওই সংগঠনের নামে গোড়ান ম্যাক্সি স্ট্যান্ডে চাঁদা আদায় করছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। নেতৃত্ব দিচ্ছে সংগঠনের গোড়ান শাখার সভাপতি সিরাজ, সম্পাদক গাফফার, আইয়ুব, ভাতিজা মান্না, রহমান, আলম, আল আমীন, আলমগীরসহ আরো অনেকে।

প্রবাল রহমান

ম্যাগসেসে পুরস্কার পেলেন মতিউর রহমান

দৈনিক 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান ২০০৫ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেছেন। এসিডবিরোধী কার্যক্রমে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এই সম্মানজনক পুরস্কার পেলেন। উল্লেখ্য গত বছর এই পুরস্কার পেয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

পুরস্কার প্রদান কমিটি তাদের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশে নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপের ভয়াবহতা এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মতিউর রহমানের অবদানের কথা। দৈনিক 'প্রথম আলো'য় এসিড আক্রান্তদের স্বার্থে তহবিল গড়ে তোলার মতো উদ্যোগের প্রশংসা করেছে ম্যাগসেসে কমিটি। মূলত প্রথম আলোর উদ্যোগের কারণে এ পর্যন্ত শতাধিক এসিড আক্রান্তকে সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও তহবিল সংগ্রহ হয়েছে ৮২ লাখ টাকা। আর একটি বড় অর্জন হলে ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতার কারণে ২০০২ সালে এসিড ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইন এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোর করা হয়। এসিড নিক্ষেপের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়। মতিউর রহমানকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকেও অভিনন্দন।